

মাশায়েখে চাটগাম

[দ্বিতীয় খণ্ড]

চট্টগ্রামের কওমী মাদরাসার ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও ওলামায়ে হযরাতের জীবনী সমৃদ্ধ এক অনবদ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ

মাশায়েখে চাটগাম

[২য় খণ্ড]

ফকীহুদ্দীন আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ

সংকলন : মুফতি রিদওয়ানুল কাদির

মাশায়েখে চাটগাম-২

মূল

ফক্বীহুদ্দীন আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ

সংকলন

মুফতি রিদওয়ানুল কাদির

প্রকাশক

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জিহান

আহমদ প্রকাশন

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি.

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

মূল্য : ৪০০ (চারশত) টাকা মাত্র

MSHAYEK-E CHATGAM-2

Origin. Allama Mufti Ahmadullah. *Tansleted by* Mufti Ridwanul Kadir. *Published by* **AhmadProkashon.**

Price : ৳400. US $ 5

আহমদ প্রকাশন™

www.ahmadprokashon.com

ঢাকা : ১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

চট্টগ্রাম : জামিয়া রোড, পটিয়া চট্টগ্রাম ৪৩৭০

মোবাইল : ০১৮২৯ ৪৯২৭১০ ০১৭৫৩ ৪৭৭৩২০

prokashok@ahmadprokashon.com fb/ahmadprokashon

মাশায়েখে চাটগাম দ্বিতীয় খণ্ডে

যারা যেভাবে যুক্ত ছিলেন

বইয়ের পূর্ণ কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন :

ফকীহুদ্বীন আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ সাহেব দা. বা.

হযরতের তত্ত্বাবধানে তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ করেন :

মুফতি রিদওয়ানুল কাদির

বিশেষ তথ্য সহযোগিতায় :

ড. আ. ফ. ম. খালিদ হুসাইন

মাওলানা আবদুর রহিম ইসলামাবাদী

মাওলানা গোলাম রব্বানী ইসলামাবাদী

প্রুফ সম্পাদনা :

মু. সগির আহমদ চৌধুরী

প্রকাশকের কথা

চট্টগ্রামের কওমী মাদরাসার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও খ্যাতিমান ওলামায়ে কেরামের জীবনীসমৃদ্ধ এক অনবদ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ "মাশায়েখে চাটগাম'। আকাবিরে চট্টগ্রামের উপর বইটিকে ইনসাইক্লোপিডিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়। যা ১৯৮৮ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। আশা করি মাশায়েখে চাটগামকে নতুন করে পরিচয় করে দিতে হবে না। এখন পাঠকদের নতুন করে আহমদ প্রকাশন উপহার দিচ্ছে মাশায়েখে চাটগাম দ্বিতীয় খণ্ড। যাতে সন্নিবেশিত হয়েছে আরো ২১ জন মহা মনীষীর জীবনী।

মাশায়েখে চাটগাম দ্বিতীয় খণ্ডে কেবল উল্লিখিত আকবিরদের জীবনীই নয় সাথে সাথে সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ বিভিন্ন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও। যেমনটা ছিল মাশায়েখে চাটগাম প্রথম খণ্ডেও।

আহমদ প্রকাশন'র প্রধান উপদেষ্ঠা ও তত্ত্বাবধায়ক ফক্বীহুদ্বীন হযরত আল্লামা মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব দা.বা.'এর একান্ত ইচ্ছা ও পূর্ণ তত্ত্বাবধানে মাশায়েখে চাটগাম দ্বিতীয় খন্ডের উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে মুফতি রিদওয়ানুল কাদির শাইখের নির্দেশে মাঠপর্যায়ে নেমে পড়েন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সফলতা বয়ে আনে এই কাজের। তিনি আকাবিরদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইতিহাসসমৃদ্ধ পুরানো জীবিত ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে এবং প্রকাশিত অপ্রকাশিত বই বা লেখা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন দীর্ঘ সময় ধরে। এভাবে অহর্নিশি প্রচেষ্টায় মাশায়েখে চাটগাম দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের মুখ দেখে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ ইং.। রাব্বে কারিম যদি চান, তাহলে আকাবিরদের জীবনী সংরক্ষণ করার এই মহতী উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত কাজে আরো যারা মেধা, শ্রম, তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

জাহিদুল ইসলাম জিহান

১০.০১.২০১৮

সংকলকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী সা. এর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি।

আম্মা বা'দ.. বাংলার বুকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে চট্টগ্রামের অবদান অনস্বীকার্য। এজন্যই চট্টগ্রামকে বলা হয় বাবুল ইসলাম' তথা ইসলামের প্রবেশদ্বার। বীর চট্টলার হাটহাজারী, পটিয়া, জিরি, নাজিরহাট, ফতেহপুর, বাবুনগর, নানুপুর মাদরাসাসহ সবগুলো প্রতিষ্ঠানই বলতে গেলে একেকটা ইসলামের দুর্ভেদ্য দুর্গ। আর চট্টগ্রামের পূর্বের আলেম-ওলামারা দ্বীনের প্রচার-প্রসারে অহর্নিশি যে মেহনত-মোজাহাদা করেছেন, অনির্বচনীয় ত্যাগ-তিতীক্ষার অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, স্বার্থের এই বসুধায় তারা নজির তালাশ করাটাও বোকামি বৈ কিছুই নয়। তবে অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হয়, আমাদের আকাবিরদের এসব স্বর্ণালী অতীত কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে বসেছে। ইতিহাসাকারে তা সংরক্ষণ করার উদ্যোগ পূর্বেও তেমন নেয়া হয়নি, বর্তমানেও তেমন উদ্যোগ খুব একটা পরিলক্ষিত হয়নি।

উম্মাহ যখন এ বিষয়ে মহাক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিলো, রাব্বে কারিম একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুজর্গ, শতবর্ষী দ্বীনি বিদ্যাপীঠ আল জামিয়াতুল আরবিয়া জিরি'র প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আহমদ হাসান রহ. (১৮৮২-১৯৬৭ ঈ.) কে এ মুবারক কাজের জন্য মনোনীত করলেন। তিনি চট্টগ্রামের মনীষীদের জীবনীর ওপর রচনা করলেন অসাধারণ কালজয়ী গ্রন্থ 'মাশায়েখে চাটগাম'। সেখানে তিনি প্রায় ১৬ জন মনীষীর জীবনী তুলে ধরেছেন। বইটি কতটুকু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা বলে বোঝানো মুশকিল! মোটকথা বইটিকে বিদ্বানমহলে ইনসাইক্লোপিডিয়া হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। পরবর্তীতে বইটিতে সংযোজন-বিয়োজন করেন তাঁরই সুযোগ্য নাতী ফকীহুদ্দীন আল্লামা মুফতী আহমদুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ। মাশায়েখে চাটগামের প্রথম খণ্ড ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করার পর বিভিন্ন মহল থেকে বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের দাবি উঠে খুবই জোরেশোরে। তখন উস্তাদে মুহতরম এই গুরুদায়িত্বটি আমার উপর ন্যস্ত করেন। প্রথম প্রথম কাজের বিশালতা এবং নাযুকতার কারণে আমি গড়িমসি করলেও পরে রাব্বে কারিমের অসীম দয়ার প্রতি লক্ষ্য করে কাজটি সম্পাদনের জন্য পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করি।

মাশায়েখে চাটগাম-২, আমার গত কয়েক বছরের অবর্ণনীয় মেহনতের ফসল! অজস্র নির্ঘুম রাতের সারনির্যাস! এই বইয়ের জন্য যে কত

রাতের আরামের ঘুম হারাম করেছি, কতো জায়গায় ইলমী রিহলা হিসেবে বড়দের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

বইটি সংকলন করতে গিয়ে অনেকের উৎসাহ পেয়েছি, অনেকের সহায়তাও স্মৃতির মিনারে জ্বলজ্বল করছে! আবার মুদ্রার উল্টো পিঠের মতো সমালোচনাও কম শুনতে হয়নি! সে যাই হোক!

মাশায়েখে চাটগাম-২ এর পান্ডুলিপি সম্পন্ন করে সেটি এখন আহমদ প্রকাশন'র কর্ণধার, তরুণ উদ্যোক্তা আলেম, মাওলানা জাহিদুল ইসলাম জিহান এর কাছে।

জীবনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, ১. ঐসব মনীষীর উপর লিখিত জীবনীগ্রন্থ। যা সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট বইয়ের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। ২. সরাসরি তাদের নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য। ৩. দেশবরেণ্য বিশ্বস্ত বিভিন্ন আলেম কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাবলী।

পাঠকদের চাহিদা যদি পাওয়া যায়, তাহলে আকাবিরদের জীবনী সংরক্ষণের এই মুবারক ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে রাব্বে কারিমের দরবারে গভীর শ্রদ্ধার সাথে মস্তক অবনত করছি। সাথে সাথে আমার পিতা-মাতা, সকল শিক্ষক, প্রকাশক জাহিদুল ইসলাম জিহান সহ সকল হিতাকাঙ্ক্ষীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। রাব্বে কারিম সবাইকে আপন দয়ায় কবুল করে নিন।

সংকলকের অপরিপক্বতাজনিত প্রকোপ এবং মুদ্রণজনিত প্রমাদের দরুন অনেক ভুল-চুক রয়ে যেতে পারে।

কোন সুহৃদের দৃষ্টিগোচর হলে অবহিত করলে কৃতার্থম্মন্য হব।

রিদওয়ানুল কাদির
০১.০১.২০১৮

ভূমিকা

বীর চট্টলার বিশিষ্ট ইসলামী মনীষীদের জীবনীগ্রন্থ 'মাশায়েখে চাটগাম প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন আমার শ্রদ্ধেয় নানাজি, আল জামিয়াতুল আরবিয়া জিরি'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ হাসান রহ.। পরবর্তীতে আরো সংযোজন ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করি আমি।

বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৮৮ ঈসায়ীর মার্চ মাসে। তবে বইটিতে সাধু-চলিতের মিশ্রণ থাকায় সবার পক্ষে উপকৃত হওয়া সম্ভবপর হচ্ছিল না। তাই পাঠকদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বইটির পরিমার্জনে উদ্যোগী হই।

ব্যাপক পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পর বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১১ সনের জানুয়ারি মাসে।

এরপর পাঠকদের চাহিদার কারণে আহমদ প্রকাশনী থেকে বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১৬ সনের মে মাসে।

সারাদেশে বইটির গ্রহণযোগ্যতা ও পাঠকপ্রিয়তা দেখে আমরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাই। এরপর বিভিন্ন শ্রেণির পাঠকদের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে 'মাশায়েখে চাটগাম' দ্বিতীয় খণ্ডের জোর তাগাদা আসতে থাকে। কিন্তু একদিকে আমার বয়সের ভার, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের ব্যস্ততার দরুন নানাজির অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতায় পৌঁছাতে আমি সাহসে কুলিয়ে উঠছিলাম না।

তখন আমি এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করি জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার ফাজেল, আমার প্রিয় ছাত্র, মেধাবী তরুণ লেখক মাওলানা রিদওয়ানুল কাদিরের উপর।

মাশাআল্লাহ, সে দীর্ঘ সময় ধরে রাত-দিন পরিশ্রম করে, বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য-উপাথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থকারে রচনা করে আমার সামনে পেশ করে। আমি পুরো বই একনজর পড়ে দেখেছি। প্রয়োজন মতে কিছু কিছু জায়গায় কাঁটছাঁটও করেছি। মোটামোটি পুরো বইয়ে তাঁর পরিশ্রমের আলামত দেখতে পেয়েছি। আশা করি পাঠকবৃন্দ মাশায়েখে চাটগাম দ্বিতীয় খণ্ডেও প্রথম খণ্ডের সেই স্বাদ অনুভব করতে পারবেন।

বইটি আমার জাহিদুল ইসলাম জিহান পরিচালিত আহমদ প্রকাশন থেকে প্রকাশ করছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং তাঁর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে দ্বীনের আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক দান করুক।

পরিশেষে, আমি বইয়ের লেখক, স্নেহের মাওলানা রিদওয়ানুল কাদিরের জন্য আন্তরিকভাবে দুআ করছি, আল্লাহ তাআলা তাঁকে দ্বীনের খাঁটি খাদেম হিসেবে কবুল করে নিন। লেখনীর জগতে আরো বেশি বেশি খেদমত করার তাওফিক দান করুন।

প্রকাশক, শুভাকাঙ্ক্ষীসহ বইটি রচনায় যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, রাব্বে কারিম সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

অধম আহমদুল্লাহ

১০.০১.২০১৮

সূচি

কুতুবুল আলম হাকীমুল নফস, খলীফায়ে থানভী রহ.
আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব রহ.
(১৮৯৪–১৯৮২ খ্রি.)

যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দীন, বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ
খতীবে আযম আল্লামা ছিদ্দিক আহমদ রহ.
(১৯০৩-১৯৮৭)

কুতবে জামান, শায়খুল আরব ওয়াল আজম
আল্লামা শাহ হাজী মুহাম্মদ ইউনুছ রহ.
(১৯০৬-১৯৯২ খ্রি.)

বাবুনগর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, মুরশিদে আযম
হযরত আল্লামা শাহ মুহাম্মদ হারুন বাবুনগরী রহ.
(১৯০৪-১৯৮৮ খ্রি.)

কুতবে জামান, শায়খুল আরব ওয়াল আজম

আল্লামা শাহ হাজী মুহাম্মদ ইউনুছ রহ.

(১৯০৬-১৯৯২ খ্রি.)-এর

সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

পৃথিবীতে যেভাবে জ্বলে উঠে এসব প্রদীপ

হিজরির পঞ্চম শতাব্দীতে যখন পৃথিবীতে ভ্রষ্টতার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন আল্লাহ-পাক বাগদাদ শহরে বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী রহ.-কে যুগের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেন। তদ্রূপ হিজরি চতুর্দশ সূচনালগ্নে যখন বাংলার মুসলমানগণ সৎপথ ভুলে নানা প্রকার শির্‌ক-বিদআত, পীরপূজা, কবরপূজা প্রভৃতি অসৎ কাজে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় কুতবে জমান, শায়খুল আরব ওয়াল আজম, আল্লামা শাহ হাজী মুহাম্মদ ইউনুছ রহ.-কে যুগের পথপ্রদর্শক, সেবক ও জাতির যোগ্য রাহবর ও অভিভাবক হিসেবে প্রেরণ করেন।

জন্ম ও বংশপরিচয়

বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে আনুমানিক ২৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হাটহাজারী থানাস্থ উত্তর মেখল রহীমপুর গ্রামের এক ধর্মপ্রাণ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আল্লামা শাহ ইউনুছ। ১৩২৭ হিজরি মোতাবেক ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ তাঁর জন্মসাল বলে জানা গেছে। তাঁর পিতার নাম মাস্টার আবদুল জব্বার চৌধুরী এবং মাতার নাম রিয়ায়ুন্নিসা। তাঁর পিতা জনাব

আবদুল জব্বার রহ. অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও আল্লাহঅলা ব্যক্তি ছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। তিনি ধর্মীয় আলেম ও হক্কানী বুর্যুগদের সাথে আন্তরিক ও গভীর সম্পর্ক রাখতেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর পূর্বপুরুষের বংশ-পরম্পরা ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাযি.-এর বংশের সাথে মিলে যায়। এ তথ্য খাদেম মাওলানা রফিক সাহেব [বোঝা যাচ্ছে না] পুকুরিয়া (সাবেক মুহতামিম, ঈসাপুর মাদরাসা) ডায়েরিতে লিখে নিয়েছিলেন। সেটি এখনো সংরক্ষিত আছে সাহেবযাদা মাওলানা জাহেদুল্লাহ সাহেবের কাছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, জামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মুহতামিম কুতবে আলম মুফতি আজিজুল হক রহ.-এর বংশ পরম্পরাও ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাযি.-এর বংশের সঙ্গে মিলে যায় বলে লিখেছেন হুযুরের জীবনীকার, কিংবদন্তি আরবি সাহিত্যিক মাওলানা সুলতান যওক নদভী দা. বা.।[1]

এতিমত্বের উত্তরাধিকার

নবীপ্রেমিক এ অলীয়ে কামিলের ভাগ্যে নবীর আলোকিত বক্ষ থেকে অন্যান্য নেয়ামত যেমন জুটেছে, তদ্রূপ এতিমত্বের উত্তরাধিকারও তাঁর ভাগ্যে জুটেছে, শৈশবকালে এতিম হওয়ার বড় ঐতিহ্য ও গৌরব রয়েছে তাঁর। নবী-রাসূল থেকে শুরু করে অলী-বুর্যুগ কিংবা জাগতিক বিষয়ে বড় ব্যক্তিবর্গ যারা শৈশবেই এতিম হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের উদাহরণ দিতে গেলে এক দীর্ঘ তালিকা তৈরি হয়ে যাবে। হাজী সাহেব হুযুর রহ.ও সেসব পুণ্যবানদের একজন। তাঁর শৈশবে, মাত্র চার বছর বয়সেই নিজের পিতা জনাব আবদুল জব্বার চৌধুরী পৃথিবীর স্বপ্নীল জগৎ ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। ফলে পিতৃস্নেহহারা শিশু ইউনুছ লালিত-পালিত হয় মায়ের স্নেহের কোলে।

উল্লেখ্য যে, কাকতালীয়ভাবে কিংবা অনেকটা সৌভাগ্যক্রমে জামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পরিচালক, হাজী সাহেব রহ.-এর ঘনিষ্ঠ পীরভাই মুফতি আজিজুল হক রহ. (১৩৩২–১৩৮০ হি.) ছিলেন শৈশব এতীম। মাত্র এগারো মাস বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। আরও সৌভাগ্যক্রমে হাজী সাহেবের শায়খে তরীকত, কুতবে আলম মাওলানা জমীরুদ্দীন রহ.ও (১২৯৬–১৩৫৯ হি.) পিতা জনাব নুরুদ্দীন সাহেব রহ.। (লেখা বাদ পড়েছে)

[1] যওক নদভী, তাযকিরায়ে আযীয উরদু, পৃ. ৩১

বাল্যকাল

জানা যায়, শিশু ইউনুছের মাঝে বিদ্যমান ছিল একজন শান্ত-সুবোধ শিশুর যাবতীয় সবগুণ। মাওলানা আবদুল হক সলীম নিজের লেখায় উল্লেখ করেছেন, হুযুরের মুখ থেকে তিনি শুনেছেন, হুযুর খেলাধুলায় খুব দক্ষ ছিলেন। দৌড় প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে শিক্ষকদের হাতে অনেকবার পুরস্কৃতও হয়েছেন। সাঁতার ও ডুবখেলায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। এমনকি তিনি খেলায় যে পক্ষ নিতেন সে পক্ষই নাকি বারবার বিজয়ী হত। ফলে প্রত্যেক দল চেষ্টা করত তাকে নিজেদের দলে নিতে। মোটকথা ব্যতিক্রম এক বাল্যকাল অতিক্রম করেই তিনি বড় হয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি

হাজী সাহেব রহ.-এর পিতা ছিলেন মস্তবড় জমিদার। বাবার জমিদারির হাল ধরার জন্য তিনি অভিভাকদের পরামর্শে ভর্তি হলেন হাটহাজারীর একটি স্থানীয় স্কুলে। তখন তাঁর বয়স পাঁচ কি ছয়। মানুষের মাঝে শ্রুতি আছে যে, তিনি ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত মেধাবী, মনোযোগী ও অনুগত ছাত্র ছিলেন। মক্কা ও মদীনা শরীফে মুফতি আবদুস সালাম চাটগামীকে দেওয়া হুযুরের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে হুযুর নিজেই শোকরিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, 'আল-হামদু লিল্লাহ! আমার যত দূর মনে পড়ে, আমি খুব মেধাবী ছিলাম। সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে আমি উত্তীর্ণ হতাম। আমার সকল শিক্ষক আমাকে খুবই আদর করতেন। ছোটবেলায় পড়া কিংবা অন্য কোন দুষ্টুমির কারণে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে এ রকম আমার মনে নেই। এমনকি কোন দিন আমাকে শিক্ষকদের কিছু বলতে হয়েছে বলেও মনে পড়ে না।'[২]

স্কুলশিক্ষার সমাপ্তি ও দীনি শিক্ষার সূচনা: কারণ ও প্রেক্ষাপট

তখনকার যুগেও স্কুলে প্রতি মাসে ছাত্রদের কাছ থেকে ফি নেওয়া হতো। একবার তাঁর মাসিক ফি দিতে একটু বিলম্ব হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মাস্টার সাহেব শিশু ইউনুছের পিঠের চামড়া ধরে জোরে টান দিলেন। এতে তাঁর খুব কষ্ট হল, এক পর্যায়ে কেঁদে কেঁদে ঘরে ফিরে মাকে পুরো কাহিনি খুলে বললেন এবং তিনি একথাও বলে দিলেন যে, আমি আগামীকাল থেকে

---

[২] তথ্য-সূত্র?

জামিয়া কেন্দ্রীক দাওয়াতী ও সংস্কৃতিমূলক কার্যক্রমের নতুন ধারা ও তার বেগবান গতি

মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশ

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি মাতৃভাষা বাংলার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। মাতৃভাষা বাংলায় দীনের খেদমত গতিশীল, শক্তিশালী ও বেগবান হোক, এ মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে *মাসিক আত-তাওহীদ* প্রকাশের উদ্যোগ নেন। বাংলাদেশের ইসলামী পত্র-পত্রিকার মধ্যে *মাসিক মদীনার* পরেই এর অবস্থান। বর্তমানে *আত-তাওহীদ* দেশ-বিদেশে বহুল পরিচিত ও পঠিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাহিত্য, প্রবন্ধ এবং কুরআন-হাদীসের শাশ্বত বাণী দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে এর গুরুত্ব অনস্বীকর্য।

আরও কয়েকটি পত্র-পত্রিকা

হুযুরের পৃষ্ঠপোষকতায় জামিয়ার বাংলা সাহিত্য বিভাগ থেকে দর্পণ নামে একটি বাংলা পত্রিকা বের হতো। তবে এটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আরবি ভাষার সেবায় নিরন্তর নিয়োজিত হাজী সাহেব রহ.-এর আরেকটি অবদান হল *আরবি ভাষা কমপ্লেক্স বাংলাদেশ* প্রতিষ্ঠা। এটা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল,

বাংলাদেশে আরবি ভাষার আন্দোলনকে ব্যাপভাবে বেগবান করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ কমপ্লেক্স কতদিন টিকে ছিল, কোন কাজ জাতিকে উপহার দিতে পেরেছিল কিনা? সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। সাহিত্যমুখী একটি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য *আস-সুবহুল জদীদ* নামে একটি আরবি পত্রিকা বের করা হয় মাওলানা সুলতান যওক নদভীর সম্পাদনায়। কিছুদিন পর সেটি বন্ধ হয়ে গেলে *আত-তাবলীগ* নামে আরেকটি পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত হয়। সেটিও কয়েক সংখ্যা বের হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়।

১৪০০ হিজরির শুরুর দিকে আল-আযীয নামে একটি আরবি দেয়ালিকা বের হতো। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। *আল-ফাজরুল জাদীদ* নামে আরবি ভাষা বিভাগ থেকে একটি দেওয়াল পত্রিকা বের হওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

জামিয়া পটিয়া থেকে এখনো বছরে এক/দুটি সংখ্যা করে *বালাগুশ শরক* নামে একটি আরবি সাময়িকী বের হয়। জানা যাচ্ছে, সেটির

উদ্যোক্তাও ছিলেন হাজী সাহেব রহ.। তবে তখন নাম ছিল *বালাগুশ শরক*। পরে মাওলানা সুলতান যওক নদভী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করলে তিনি *মানারুশ শরক* নামে একটি আরবি পত্রিকা বের করেন। ফলে জামিয়ার তৃতীয় পরিচালক মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী রহ. *বালাগুশ শরক* নামে অধুনালুপ্ত পত্রিকাটি পুনরায় চালু করেন। (একটা বিষয় তো পরিষ্কার হাজী সাহেব হুযুর রহ. একজন উঁচুমানের উদ্যোক্তা ছিলেন। এবং দীনের জন্য নতুন ভাবনায় কাজ করে গেছেন। সফল হোক না হোক।)

আরও কিছু বিভাগের গোড়াপত্তন

তার আমলে আরও যেসব বিভাগের গোড়াপত্তন হয়, তার মধ্যে কাব্যচর্চা বিভাগ, তর্ক ও বাহাস বিভাগ, বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থা, ফুরকানিয়া সংস্থা, দাওয়াত ও তাবলীগ বিভাগ, প্রতিনিধিত্ব ও যোগাযোগ বিভাগ, ত্রাণ-তহবিল বিভাগ, অভ্যন্তরীণ ডাক বিভাগ অন্যতম।

নওমুসলিম পুনর্বাসন কেন্দ্র

হাজী সাহেব রহ.-এর একটি অন্যতম মৌলিক কর্ম হল নওমুসলিম পুনর্বাসন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, সামার্থানুযায়ী নওমুসলিমদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। মুসলিম জাতির ধনবল অর্থ, ধনৈশ্চার্য কম নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনকুবের মুসলমানদের মধ্যেই বেশি। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের হৃদয়ে যন্ত্রণা ও হাহাকার নেই। অথচ ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা অসহায় ও দুস্থ মানবতার সেবা ও কল্যাণে সর্বাধিক সক্রিয় ও তৎপর। হাজী সাহেব রহ. শুরু থেকেই এ বিষয়ে তৎপর ছিলেন। হেদায়তের আলো থেকে বঞ্চিত মানুষের কাছে দীনের আলো পৌছানো এবং ধর্মান্তরিত নওমুসলিমদের সব রকম সহযোগিতার লক্ষ্যেই হাজী সাহেব রহ. উল্লিখিত নওমুসলিমের পুনর্বাসন সংস্থা গঠন করেন। উক্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে তিনি তার জীবদ্দশায় অসংখ্য নওমুসলিমের নৈতিক মানবিক, আত্মিক ও আর্থিক উন্নতি মাধ্যমে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন।

অভ্যন্তরীণ ডাক বিভাগ

বড় আশ্চর্য লাগে, আধুনিক জগতের মূল কোলাহলের বাইরে বেড়ে-ওঠা একজন মাদরাসা শিক্ষিতের ভেতর কী পরিমাণ যুগচেতনা ছিল। না হয়, সে কবেকার কথা, যখন উন্নত গ্রামগুলোতেও স্বতন্ত্র ডাক বিভাগ চালু করার